

‘এবং মহুয়া’ -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE)

অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

২০২০সালে প্রকাশিত ৮৬পৃ.তালিকার ৬০ পৃ.এবং ৮৪পৃ.উল্লেখিত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২২ তম বর্ষ, ১২৫ সংখ্যা

অক্টোবর, ২০২০

সম্পাদক

ড. মদনমোহন বেরা

সহসম্পাদক

পায়েল দাস বেরা

মৌমিতা দত্ত বেরা

যোগাযোগ :

ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।

গোলকুঁয়াচক, পোস্ট-মেদিনীপুর, ৭২১১০১, জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।

মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন

গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

**U.G.C.- CARE List approved journal, Indian Language-Arts
and Humanities Group, out of 86 pages in Page 60 & 84.**

EBONG MAHUA

**Bengali Language, Literature, Research and Referred with
Peer-Review Journal**

22th Year, 125 Volume

Oct, 2020

Published By

K. K. Prakashan

Golekuachawk, P.O.-Midnapur;721101.W.B.

DTP and Printed By

K.K.Prakashan

Cover Designed By

Kohinoorkanti Bera

Special Editorial Co-ordinator

Amit Kumar Maity

Communication :

Dr. Madanmohan Bera, Editor.

Golekuachawk, P.O.-Midnapur; 721101. W.B.

Mob.-9153177653

Email- madanmohanbera51@gmail.com /

kohinoorbera@gmail.com

Rs 500

২৭. কুমুদরঞ্জন মল্লিকের প্রবন্ধে গ্রাম সমাজের রূপ ও রূপান্তর	
:: সপ্তাটী কুমার পাল.....	২২৫
২৮. 'নক্ষত্রী কাঁথার মাঠ' এবং 'রূপসী বাংলা' : বঙ্গ প্রকৃতির রূপের বিচিত্র আলেখ্য	
:: বাপি দত্ত.....	২৩০
২৯. কমল কুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প 'মতিলাল পাদরী' : ধর্ম বিশ্বাসের আড়ালে মানবিক চেতনা	
:: বেবী পাত্র (সামন্ত).....	২৩৫
৩০. সরলা দেবী চৌধুরাণী : উপনিবেশিক বঙ্গের বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম উদগাতা	
:: চিত্ত সেন পরামানিক.....	২৪৫
৩১. 'কথা'র মধ্যে 'বাদ'-এর শ্রেষ্ঠত্ব বিচার	
:: প্রিয়াঙ্কা মাইতি (দাস).....	২৫৩
৩২. রবীন্দ্রসঙ্গীত : ব্যক্তিগত থেকে নৈর্ব্যক্তিক অভিযাত্রা	
:: সুকান্ত চক্রবর্তী.....	২৬৭
৩৩. কাশীদাসী মহাভারতে রাজনৈতিক ও মনোস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব	
:: সৌমিতা মুখার্জী.....	২৭৪
৩৪. 'উদ্যোগ পর্ব' : এক বিশেষ সময়ের ইতিবৃত্তে ওঁরাও জীবন	
:: বৈশাখী কুণ্ড.....	২৮২
৩৫. রবীন্দ্র ছোটোগল্পে প্রতিবাদী নারী	
:: তাহামিজা খাতুন.....	২৮৭
৩৬. "দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে?" রবীন্দ্রনাথ	
:: ড. অরুণ সরকার.....	২৯৪
৩৭. বাংলা মঙ্গলকাব্যে অস্তিত্বের সংকট	
:: ড. শান্তনু ভট্টাচার্য.....	৩০৩
৩৮. বাংলা থিয়েটারে নারী : উনিশ শতক	
:: ড. বিপুলকুমার মণ্ডল.....	৩১৪
৩৯. পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ	
:: ড. অর্চনা দত্তপাঠ.....	৩২৪
৪০. প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস	
:: ড. সুরতকুমার দে.....	৩৩৩
৪১. এমন দিন কবে হবে তারা : প্রসঙ্গ 'বীরঙ্গনা কাব্য'র তারা চরিত্র	
:: ড. শান্তনু চট্টোপাধ্যায়.....	৩৪৩

‘দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে?’ রবীন্দ্রনাথ

ড. অরুণ সরকার

রবীন্দ্রনাথের গান ব্যক্তিগত আবেগের ক্ষুদ্র সীমা ছাড়িয়ে বিশ্বজাগতিক অনুভূতির বিপুল বিস্তারে চেতনাকে উল্লীর্ণ করার গান। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর ব্যক্তিচিন্তার সীমা থেকে মুক্তি, অসীমের সঙ্গে যোগাযোগে, তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে গানকেই সবচেয়ে সার্থক বলে মনে করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, “আমি এত কবিতা লিখলুম, গল্প লিখলুম, ছবিও কল আঁকলুম না। কিন্তু গান গেয়ে যে আনন্দ পেয়েছি সে আর কিছুতে পাইনি। গান সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। গানের সুরে যেন অসীমের সঙ্গে এক মুহূর্তে একটা যোগাযোগ ঘটে যায়। এমনটি আর কিছুতে হয়নি।”

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় গণনা করে জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের গানের সংখ্যা হল ২২৩২ টি। এর মধ্যে ‘স্বরবিতান’-এ আছে ১৮৯০টি গানের স্বরলিপি। সুর, তাল পাওয়া যায় নি ৩৪২টি গানের। ‘গীতবিতান’-এ সেগুলি গান রূপেই রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ‘গীতবিতান’ গ্রন্থে তাঁর গানগুলিকে পূজা, স্বদেশ, প্রেম, প্রকৃতি এবং বিচিত্র— এই পাঁচটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন। আমরা আরো দেখি, ‘গীতবিতান’-এর দ্বিতীয় সংস্করণে যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় (মাঘ, ১৩৪৮) তাতে ‘পূজা’ পর্যায়ে উল্লিখিত— ‘বিষয়ানুক্রমে গানগুলি সাজাইবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিয়া কবি স্বয়ং গানগুলিকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।’ এই বিষয়ানুক্রমিক ২১টি বিভাগ হল, গান, বন্ধু, প্রার্থনা, বিরহ, সাধনা ও সংকল্প, দুঃখ, আশ্বাস, অন্তর্দুখে, আমবোধন, জাগরণ, নিঃসংশয়, সাধক, উৎসব, আনন্দ, বিশ্ব, বিবিধ, সুন্দর, বউল, পথ, শেষ এবং পরিণয়।

এই বিভাগগুলির মধ্যে একটি বিশেষ বিভাগ লক্ষ্য করার মতো যা প্রেম, স্বদেশ ও প্রকৃতি এবং শেষত বিচিত্র পর্যায়ের মধ্যেও অন্তর্গত তা হল ‘দুঃখ’। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের গানের বিভিন্ন পর্যায়ে ‘দুঃখ’ বার বার আবর্তিত। কখনো এই দুঃখ আনন্দময় চেতনার কখনো বা দুঃখ থেকে মুক্তির অথবা দুঃখের উত্তরণের। রবীন্দ্রনাথের গানে দুঃখ সংখ্যায় ও ব্যাপ্তিতে বিরাট ভাবে উপস্থিত।

দীর্ঘায়ু রবীন্দ্রনাথ জীবনে নানাভাবে দুঃখকে তাঁর অভিজ্ঞতায় লাভ করেছেন। সে দুঃখ কখনো পারিবারিক, কখনো সামাজিক, কখনো দেশের রাজনৈতিক ও দেশাচারের বিরুদ্ধ পটভূমি, কখনো আবার মানবতার-মানবায়মের চরম অপমানের। তবে যেন সব কিছু ছাড়িয়ে গিয়েছিল একাধিক একান্ত আপন-প্রিয়জনের মৃত্যুশোকজনিত দুঃখ। মৃত্যু শোকে সবচেয়ে তিনি পীড়িত হয়েছেন একাধিকবার। প্রবল দুঃখবোধে তড়িত হয়ে তিনি বৎসার বিষাক্ততার-অবনাদের শিকার হয়েছেন এমনকি একবার জীবন সম্পর্কে চরম বিতৃষ্ণ

হয়ে আত্মহত্যা করবেন বলেও স্থির করেছিলেন। তিনি পুত্র রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্রে লিখেছেন— “...কিছুকাল থেকেই আমার একটা nervous break down হয়েছে তার সন্দেহ নেই। ...আমি deliberately suicide করতেই বসেছিলুম— জীবনে আমার লেশমাত্র তৃপ্তি ছিল না। যা কিছু স্পর্শ করছিলুম সমস্তি যেন ঝুঁড়ে ঝুঁড়ে ফেলছিলুম। এরকম একেবারে উগ্ঠে মানুষ যে কি রকম করে হতে পারে এ আমার একটা নতুন experience সমস্তই একেবারে দুঃস্বপ্নের ঘনজাল। তাদের ভয় নেই এ আমি স্থির করব-এর ওষুধ আমার অন্তরেই আছে।...”

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিষমতা-অবসাদ-অতৃপ্তি-মানসিক কষ্ট এককথায় দুঃখবোধ কাটিয়ে উঠছেন আবার সুস্থ-স্বাভাবিকতায় নিজেকে ফিরিয়ে আনছেন প্রবল আত্মপ্রত্যয়ে। দুঃখকে বারবার জয় করে, স্বকীয় জীবনদেবতার দর্শন-বিশ্বাসে নিজেকে জীবনমুখী-সৃষ্টিশীল করে তুলেছেন। এ সময় গানই তাঁকে সবচেয়ে বেশি উল্লীর্ণিত ও অনুপ্রাণিত করেছে।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ তাঁর একটি স্মৃতিকথায় লিখেছেন, “কুড়ি বছর আগে ৭ই পৌষের উৎসবের সময় কোনো পারিবারিক ব্যাপারে কবির মন অত্যন্ত পীড়িত। একটা ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু কিছু হল না। ...গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গিয়ে শুনতে পেলুম গান করছেন, ‘অন্ধজনে দেহ আলো মৃতজনে দেহ প্রাণ।’ বারবার ফিরে ফিরে গান চলল, সারারাত ধরে। ফিরে ফিরে সেই কথা, ‘অন্ধজনে দেহ আলো।’ বিকাল থেকে মেঘ করেছিল, ভোরের দিকে পরিষ্কার হল। সকালে মন্দিরের পর বললুম, ‘কাল তো আপনি সারারাত ঘুমোননি।’ একটু হেসে বললেন, ‘মন বড়ো পীড়িত ছিল তাই গান করছিলুম। ভোরের দিকে মন আকাশের মতোই প্রসন্ন হয়ে গেল।’”

এ যেন মেঘচাপা রাত্রির পীড়ন শেষে প্রসন্নভারের আশ্বাস যা কবির চেতনায় গান হয়ে বেজে ওঠার সংকেত। এ গান কেবল ব্যথায় নিবিড় নয়, ব্যথা হরণে মধুরও।

রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধ সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে জীবনের যে সমস্ত ধারণায়, অভিজ্ঞতায়, প্রতিক্রিয়ায়, তার মধ্যে তিনি নিজে বিশেষ করে গুরুত্ব দিয়েছেন দুঃখকে। তিনি বারবার বলেছেন, দুঃখ মানুষকে ‘হয়ে ওঠার’— আত্মবিকাশের সুযোগ দেয়। জীবনের এক প্রয়োজনীয় পরীক্ষা রূপে তা মানুষকে সচেতন করে তোলে তার আত্মশক্তি সহজে, সচেষ্ট করে সেই শক্তির ব্যবহারে। রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনে সেই দুঃখের পরীক্ষাকে কীভাবে গ্রহণ করেছেন, তাঁর সেই আত্মিক প্রতিক্রিয়ার অন্তর্দৃষ্টি ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে তাঁর গানগুলির মধ্যেই। দুঃখবোধ থেকে রচিত তাঁর গানগুলিতে আমরা লক্ষ্য করি, দুঃখ তাঁকে অভিভূত করেনি, উদ্বুদ্ধ করেছে দুঃখকে অতিক্রম করার পরম তপস্যায়। দুঃখ তাঁর নিজের সত্তাকে অতিক্রম করে এক উন্নততর আত্মানুসন্ধানের পদ্ধতি হয়ে উঠেছে। আর গানই সেই পদ্ধতি বা মাধ্যম। গানই যেন হয়ে উঠেছে তাঁর দুঃখ জয়ের কঠোর সাধন প্রণালী আর এই দুঃখের গানগুলিতেই ঘটেছে তাঁর এক অনন্য আত্মপ্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের বিচিত্র দুঃখের পরিচয় মেলে ‘গীতবিতান’-এর সর্বপ্রথম সংযোজিত গানটিতে (কবি কৃত) ‘শান্তি কোথায় মোর তরে হয় বিশ্বভুবন মাঝে, / অশান্তি